তথ্যবিবরণী                                                             নম্বর : ৫৯২

**বঙ্গমাতার নামে পাঠাগার স্থাপন অনেক আত্মতৃপ্তির**

 **- পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী**

রাজশাহী, ৪ ভাদ্র (১৯ আগস্ট):

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের খুব বেশি পুঁথিগত বিদ্যা ছিল না, কিন্তু তিনি ছিলেন অসীম জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর নামে পাঠাগার স্থাপন আমাদের জন্য অনেক আত্মতৃপ্তির ব্যাপার।

আজ পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তাঁর নির্বাচনি এলাকা রাজশাহীর আড়ানী পৌরসভায় বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব পাঠাগারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনের প্রায় ১৩ বছর কারাগারে কাটিয়েছেন। তিনি যখন কারাগারে বন্দি থাকতেন, তখন বঙ্গমাতা তাঁর অনুভূতিগুলো লিখে রাখার জন্য তাঁকে কাগজ-কলম দিয়ে আসতেন। বঙ্গবন্ধুর লেখা সেই অনুভুতিগুলো তিনটি বই আকারে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এই মহিয়সী নারীর বুদ্ধিমত্তার কারণেই এসব বই পড়ে বতর্মান প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর চিন্তাচেতনা এবং জাতির সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বঙ্গমাতা পাঠাগার শুধু শিক্ষার্থীদের জন্য নয় মন্তব্য করে শাহরিয়ার আলম বলেন, সব বয়সি মানুষের জন্য এই পাঠাগারটি উন্মুক্ত। সবাই এখানে এসে বই পড়তে পারবে। এই পাঠাগার বুদ্ধিবৃত্তিক আড্ডার স্থল হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এলাকার মানুষকে পাঠাগারে আসার জন্য আকৃষ্ট করতে শিক্ষকদের পরামর্শ দিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১০ জন মানুষকেও যদি আকৃষ্ট করতে পারেন তাহলে এই পাঠাগার স্থাপন সার্থক হবে যদিও স্বপ্ন আরও অনেক বেশি। নিরক্ষরদের অক্ষরজ্ঞান দেয়া ছাড়াও এই পাঠাগার নিয়ে অনেক পরিকল্পনা রয়েছে বলে এ সময় তিনি জানান।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, ছোটবেলার বই পড়ার অভ্যাস বড় হলে সফলতার অন্যতম উপাদান হিসাবে কাজ করে। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য পাঠাগারে কবিতা পাঠ ও গল্প পাঠের আসর আয়োজনেরও পরামর্শ দেন তিনি। ১ শত ৩৫টি বই নিয়ে যাত্রা শরু করা পাঠাগারটিতে পর্যায়ক্রমে আরও বই দেয়া হবে জানিয়ে তিনি পাঠাগারটিকে বই দিয়ে আরও সমৃদ্ধ করতে এলাকার মানুষকে সহযোগিতার আহ্বান জানান।

বাঘা উপজেলা নির্বাহী অফিসার শারমিন আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোঃ শফিকুল ইসলাম মুকুট, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এ এফ এম হাসান। অন্যান্যের মধ্যে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষে ২০২৩ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করা ১০ জন কৃতি শিক্ষার্থীর হাতে বঙ্গবন্ধুর লেখা কারাগারের রোজনামচা ও অসমাপ্ত আত্মজীবনী বই দু’টি উপহার হিসেবে তুলে দেয়া হয়।

উল্লেখ্য, বাঘা উপজেলায় মোট ৯টি পাঠাগার স্থাপন করার কথা রয়েছে। এ নিয়ে ৬টি পাঠাগারের উদ্বোধন করা হলো। বাকি তিনটির কাজ চলমান রয়েছে, শীঘ্রই উদ্বোধন করা হবে।

#

মোহসিন/আরমান/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/২২২০ঘণ্টা

Handout Number: 591

**Foreign Minister sends condolences to Indian External**

**Affairs Minister for recent floods in India**

Dhaka, August 19:

Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen has expressed sincere condolences over the victims of the floods in the northern states of Himachal Pradesh and Uttarakhand in India.

Dr. Momen said, in a Condolence Message sent to his Indian counterpart, “I am deeply saddened to learn the tragic incident of the loss of valuable lives and substantial damage caused by flash floods, landslides and the collapse of a temple triggered by heavy rains in the northern states of Himachal Pradesh and Uttarakhand in India.”

Dr. Momen said, “We appreciate the efforts made by the Government of India in mobilizing the rescue operations promptly and assisting those affected by the disaster.”

“Our thoughts and prayers are with the bereaved families and for the departed souls who lost their lives in this natural disaster. We also wish a safe rescue of the devotees who remain trapped in the temple and pray for the quick recovery of those who have sustained injuries,” Dr. Momen said.

Expressing solidarity with the Government and the people of India, Dr. Momen said, we sincerely hope that India will soon overcome the difficult situation.

#

Mohsin/Arman/Sanjib/Shamim/2023/21.40Hrs.

তথ্যবিবরণী                                                             নম্বর : ৫৯০

**৪৮ বছর পরও বঙ্গবন্ধুর খুনিদের নামে স্লোগান দেয়া বন্ধ হলো না**

 **-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ ভাদ্র (১৯ আগস্ট):

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, এটা জাতির জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, কষ্টদায়ক ও আক্ষেপের বিষয় যে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ৪৮ বছর পরও বঙ্গবন্ধুর খুনিদের নামে স্লোগান দেয়া বন্ধ হলো না। এটা আজ প্রমাণিত সত্য যে জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যাকাণ্ডের মূল কুশীলব জিয়াউর রহমান। তার স্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, তার পুত্র লন্ডন থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চায়। এ স্বপ্ন তো জাতির পিতা দেখেননি। তিনি ধাপে ধাপে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে আত্মত্যাগ, অবর্ণনীয় কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে জাদুঘর আয়োজিত ‘আগস্ট হত্যাকাণ্ড: বর্তমানের দায়’ শীর্ষক সেমিনার ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধর সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে ধরে নিয়ে গিয়েও হত্যা করার সাহস পায়নি, কিন্তু কিছু কুলাঙ্গার বাঙালি ষড়যন্ত্র করে জাতির পিতাকে হত্যা করল। সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর তৎকালীন জার্মান চ্যান্সেলর মন্তব্য করেছিলেন যে জাতি তাদের জাতির পিতাকে হত্যা করতে পারে, সে জাতিকে বিশ্বাস করা যায় না। অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে কে এম খালিদ বলেন, তারা যেন তাদের সন্তানদের জাতির পিতার হত্যাকারীদের নামে স্লোগান দেয়া থেকে নিবৃত্ত করেন। বঙ্গবন্ধুর খুনির নামে যেন আর রাজনীতি, হরতাল, অবরোধ করা না হয়। স্বাধীনতা বিরোধীরা যেন আর কোনদিন রাষ্ট্র ক্ষমতায় না আসতে পারে এ বিষয়ে তিনি উপস্থিত সবাইকে দীপ্ত শপথ নেয়ার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পর্ষদের সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব খলিল আহমদ। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুল। আলোচনা করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, গবেষক এবং রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল (অব.) মোহাম্মদ আলী সিকদার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক মোঃ কামরুজ্জামান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শিক্ষা অফিসার সাইদ সামসুল করিম।

পরে বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী অনিমা রায়ের কণ্ঠে শোকের গান পরিবেশিত হয়।

#

ফয়সল/পাশা/আরমান/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                             নম্বর : ৫৮৯

**নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েরাই হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের সৈনিক**

 **- ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ ভাদ্র (১৯ আগস্ট):

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েরাই হচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের সৈনিক। তাদেরকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে তৈরি করতে ইন্ডাস্ট্রির চাহিদা উপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অপরিহার্য। এই লক্ষ্যে একাডেমিয়া ও ইন্ডাস্ট্রি সমন্বিত উদ্যোগে বর্তমান কর্মজীবনের উপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রবর্তনের বিকল্প নাই। মন্ত্রী আজ ঢাকায় বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন হলে ন্যাশনাল ফ্রিল্যান্সার কনফারেন্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ইন্টারনেটকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জ্ঞানভান্ডার আখ্যায়িত করে বলেন, জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হবে। ফ্রিল্যান্সার হওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যোগাযোগ দক্ষতা অর্জন। ভাষা কেবল একটি বাহন বলে উল্লেখ করেন কম্পিউটারে বাংলাভাষার এই উদ্ভাবক। তিনি বলেন, নতুন প্রজন্মকে উপযুক্ত পরিবেশ এবং সুযোগ দিতে পারলে তাদের পক্ষে ভালো সুফল অর্জন করা সম্ভব। তিনি বলেন, ফ্রিল্যান্সার প্রশিক্ষণের সুযোগ কাজে লাগিয়ে মধুপুরের দুর্গম পাহাড়ের গায়রা গ্রামের একজন তরুণ গোটা এলাকার জীবনধারা পাল্টে দিয়েছে। তাদের উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা করে দেওয়ার পর ঐ গ্রামের তিন শতাধিক ছেলে মেয়ে প্রত্যন্ত পাহাড়ে বসে প্রতিমাসে কয়েক হাজার ডলার আয় করছে। একই অবস্থা সুনামগঞ্জের ধর্মপাশার আহমেদপুর গ্রামে। হাওরের এই প্রত্যন্ত গ্রামে এখন ৪৮জন প্রোগ্রামার আউট সোর্সিংয়ে প্রোগ্রাম তৈরি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

১৯৮৭ সাল থেকে সাঁইত্রিশ বছর ডিজিটাল প্রযুক্তিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও কম্পিউটার প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করে প্রকাশনা ও মুদ্রণ শিল্পে সিসার হরফের পরিবর্তে কম্পিউটারে বাংলা সংবাদ পত্র প্রকাশ করেছি। মোস্তাফা জব্বার বলেন, ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে এক বছরের পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীরা অনায়াসে তিন মাসে শেষ করতে পারছে। মন্ত্রী বলেন, প্রচলিত পেশা কিংবা বাবা দাদাদের পেশা নিয়ে ভবিষ্যতে টিকে থাকা যাবে না। ডিজিটাল দক্ষতা অর্জন আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য আবশ্যক।

মন্ত্রী আগামীর পৃথিবীর জন্য নতুন প্রজন্মকে তৈরি করার দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু স্বাধীন রাষ্ট্র দিয়েছেন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার বীজ বপন করে গেছেন। শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করে জাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। স্মার্ট বাংলাদেশ স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম তিনি শুরু করেছেন। মন্ত্রী বলেন, আমাদের নতুন লক্ষ্য স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার। ‘স্মার্ট বাংলাদেশ হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর সুখী -সমৃদ্ধ স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ’ গড়ার চূড়ান্ত পদক্ষেপ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব ছাড়া স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। অনুষ্ঠানে নেক্সট ভেঞ্চারের সিইও সৈয়দ আবদুল্লাহ জায়েদ বক্তৃতা করেন।

#

শেফায়েত/পাশা/আরমান/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/২০১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                             নম্বর : ৫৮৮

**বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে হিমালয়ের**

**চূড়া থেকে সমতলে নামিয়ে আনা হয়েছিল**

 **-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

বোচাগঞ্জ (দিনাজপুর), ৪ ভাদ্র (১৯ আগস্ট):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, বঙ্গবন্ধুকে যদি হত্যা করা না হতো তাহলে বাংলাদেশ অনেক আগেই সোনার বাংলায় রূপান্তরিত হতো। ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেছিলেন আমি হিমালয় দেখিনি, আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে দেখেছি। আমার হিমালয় দেখা হয়ে গেছে। এই ছিল বঙ্গবন্ধুর উচ্চতা। যে দেশের মানুষের খাদ্যের অভাব ছিল, যে দেশের মানুষের পরনে কাপড় ছিল না, যে দেশের মানুষের বাসস্থান ছিল না, শিক্ষা ছিল না, চিকিৎসা ছিল না একটি দরিদ্র্যপীড়িত দেশের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হিমালয়ের সমান ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। সেই বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সপরিবারে হত্যা করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে হিমালয়ের চূড়া থেকে একেবারে সমতলে নামিয়ে আনা হয়েছিল। মাটির সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। একটি হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশকে অনেক দূর পিছিয়ে দিয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরের বোচাগঞ্জে প্রায় ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নবনির্মিত চাপাইতোর উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন উদ্বোধন ও সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

চাপাইতোর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ জাফরুল্লার সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইউএনও মোঃ ডালিম সরকার, সেতাবগঞ্জ পৌরসভার মেয়র মোঃ আসলাম, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর দিনাজপুরের নির্বাহী প্রকৌমলী এস এম শাহিনুর ইসলাম, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আহসান হাবিব, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি নইম উদ্দীন শাহ, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মাসুদার রহমান, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মজিবুর রহমান প্রমুখ।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/আরমান/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                             নম্বর : ৫৮৭

ব্রি-৯৮ আউশ ধানের বাম্পার ফলন, বছরে চার ফসলের সম্ভাবনা

**খাদ্য নিরাপত্তায় বিরাট ভূমিকা রাখবে**

 **--কৃষিমন্ত্রী**

টাঙ্গাইল, ৪ ভাদ্র (১৯ আগস্ট):

কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, দিন দিন কৃষিজমি কমে যাচ্ছে, বিপরীতে জনসংখ্যা বাড়ছে। পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল এ দেশের ১৭ কোটি মানুষের খাদ্যের জোগান ঠিক রাখতে হলে একই জমি থেকে বছরে বার বার ফসল ফলাতে হবে, বেশি করে ফসল ফলাতে হবে। সাধারণত ১৪০-১৬০ দিনের মধ্যে ধান হয়, সেই ধান যদি ৯০-১০০ দিনের মধ্যে হয়, তাহলে সেটি বিরাট সম্ভাবনাময়। ব্রি-৯৮ আউশ ধান এই সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে, ৯০-১০০ দিনে হচ্ছে; ফলনও বিঘাতে ২৫-৩০ মণ। এ জাতটি সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে পারলে খাদ্য নিরাপত্তায় বিরাট ভূমিকা রাখবে।

আজ টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীতে মুশুদ্দি গ্রামে ব্রি-৯৮ জাতের আউশ ধানের খেত পরিদর্শনকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, উন্নত জাতের অভাব এবং খরা, বন্যা ও অতিবৃষ্টির ঝুঁকির কারণে দেশে এখন আউশ ধান অনেক কমে গেছে। বেড়েছে বোরো ও আমনের চাষ। ইতোমধ্যে আমাদের বিজ্ঞানীরা স্বল্পজীবনকালীন উন্নত জাতের আউশ ধান উদ্ভাবন করেছেন। ব্রি-৯৮ মাঠে খুবই সম্ভাবনা দেখাচ্ছে। এ জাতটি মাঠ পর্যায়ে জনপ্রিয় করতে পারলে দেশে আউশ আবার বড় ফসলে পরিণত হবে। একইসঙ্গে, এটি লাভজনক ফসল হিসাবে কৃষকের হাসিকে আরো প্রশস্ত করবে।

একই জমিতে বছরে ৪টি ফসল ঘরে তোলার পরিকল্পনার কথা জানান কৃষক ইকবাল। তিনি জানান, ব্রি-৯৮ জাতের এই আউশ ধানটি ২০ দিনের চারাসহ মোট ৯৮-১০০ দিনের মধ্যে কর্তন করেছেন। এর আগে তিনি এই জমিতে বোরো মৌসুমে ব্রি-৯৬ চাষ করেছিলেন। এখন তিনি আমন ব্রি-৭৫ লাগাবেন এবং আমন কেটে স্বল্পজীবনকালীন সরিষার আবাদ করবেন।

#

কামরুল/পাশা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/১৭৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                             নম্বর : ৫৮৬

**পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে একসঙ্গে এগিয়ে যেতে জি-২০ জোটভুক্ত**

**দেশগুলোর নেতাদের প্রতি আইসিটি প্রতিমন্ত্রীর আহ্বান**

ঢাকা, ৪ ভাদ্র (১৯ আগস্ট):

জি-২০ জোটভুক্ত প্রত্যেক দেশের সমান অংশীদারিত্ব অটুট রাখতে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সহযাত্রী হিসেবে একসঙ্গে এগিয়ে যেতে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

প্রতিমন্ত্রী আজ ভারতের ব্যাঙ্গালোরে হোটেল তাজ ওয়েস্ট এন্ডে, এক বিশ্ব, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ’ স্লোগানে শুরু হওয়া বিশ্বের উন্নত এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোর ফোরাম জি-২০ সম্মেলনে ‘ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার’ (ডিপিআই) বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে বক্তৃতাকালে এ আহ্বান জানান।

প্রতিমন্ত্রী  ডিজিটাল পাবলিক  ইনফ্রাস্ট্রাকচার এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত অনেক উন্নত উল্লেখ করে বলেন, ডিজিটাল জন অবকাঠামো উন্নয়নে ভারতের ব্যবহৃত টুলগুলো ব্যবহার করতে আগ্রহী বাংলাদেশ। তিনি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে স্মার্ট অর্থনীতি ও স্মার্ট সমাজ বিনির্মাণে  এনপিসিআই, আরবিআই, ইঃগভ ফাউন্ডেশন একটেক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায়নের বিষয়ে একটি নতুন প্রকল্প নিয়ে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে বৈঠকের কথা তুলে ধরেন।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও ডিজিটাল অর্থনীতি ও সমাজ গড়ে তুলতে ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্টাকচার অথবা ডিপিআই-কে সক্ষমতার চাবিকাঠি হিসেবে ব্যবহার করছে। গত ১৪ বছরে ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এরই মধ্যে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। বস্তুত, সুলভ ও সহজলভ্য ইন্টারনেট, ডিজিটাল যাচাইযোগ্য পেমেন্ট প্লাটফর্ম, স্মার্ট ভেরিফাইয়েবল আইডি এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার নিশ্চিত করা হয়েছে। ইন্টারনেট ব্যবহারে নাগরিক সচেতনতা তৈরি করায় দেশে এখন ১৩ লাখ মানুষ ইন্টারনেট সংযুক্ত। লক্ষাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৮০ হাজার সরকারি অফিসে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে। একইসঙ্গে ৫২ হাজার ওয়েবসাইট তৈরি এবং একটি মাত্র মোবাইল গভঃ অ্যাপ থেকে এসব সেবা মিলছে। এছাড়াও ১২ কোটি স্মার্ট আইডি কার্ডধারী সরকারের ৮৩ ধরনের সেবা পাচ্ছে ।

পলক বলেন, ২০১০ সালে প্রধানমন্ত্রী ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ স্থাপনের সিদ্ধান্ত দেয়ার পর এখন দেশে ৭১ মিলিয়ন মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল ওয়ালেট সৃষ্টি হয়েছে। একইভাবে আন্তঃলেনদেনের প্লাটফর্ম ‘বিনিময়’ স্থাপনের পর এখন সব ধরনের পেমেন্ট গেটওয়ে ও অ্যাকাউন্টের মধ্যে আন্তঃলেনদেন ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দেশের সব সরকারি সংস্থাগুলো এখন ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট প্লাটফর্ম ‘মিয়াবাস’ ব্যবহার করছে।

ভারতের কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স, তথ্যপ্রযুক্তি ও রেল যোগাযোগ মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সভাপতিত্বে সভায় আরো বক্তব্য রাখেন মিশর, মরিশাস, নেদারল্যান্ডস, নাইজেরিয়া, ওমান, আরব আমিরাতসহ জোটভুক্ত অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের মন্ত্রিবর্গ। এতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

#

শহিদুল/পাশা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                             নম্বর : ৫৮৫

**৫০টি উপজেলায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু হচ্ছে**

 **-- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব**

কক্সবাজার, ৪ ভাদ্র (১৯ আগস্ট):

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব ফরিদ আহাম্মদ বলেছেন, নতুন আঙ্গিকে দেশের ১৫০টি উপজেলায় দ্রুততম সময়ের মধ্যে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু হবে। এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন হবে, যা একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার ভিত রচনা করবে।

আজ পর্যটন নগরী কক্সবাজারের একটি হোটেলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর আয়োজিত National Student Assessment 2022 এর Findings & Factors বিশ্লেষণে National Dissemination Workshop এর প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব এসব কথা বলেন।

সচিব বলেন, এবারে শিশুদের পুষ্টিসমৃদ্ধ বিস্কুটের পাশাপাশি ভিন্ন রকমের খাবারও পরিবেশন করা হবে, যা হবে শিশুর কাছে আকর্ষণীয়। এসব খাবার শিশুর  চাহিদাপূরণ ও শরীর গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। তিনি বলেন, স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালুর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় ঝড়েপড়া রোধ হবে, স্কুলে এনরোলমেন্ট বৃদ্ধি পাবে, যা মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতে সরকারের অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটাবে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক শাহ রেজওয়ান হায়াতের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বক্তৃতা করেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক দিলীপ কুমার বণিক, ইউনিসেফের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ Sheldon Yett, ব্রিটিশ হাইকমিশনের শিক্ষা উপদেষ্টা মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক শাহীনুর শাহীন খান প্রমুখ।

প্রসঙ্গত, ন্যাশনাল স্টুডেন্টে এসেসমেন্ট প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মাঠ পর্যায়ের সামগ্রিক চিত্র উঠে আসে। শিক্ষার্থীদের শিখন দক্ষতা, ঘাটতি, দুর্বলতা, চাহিদা শিক্ষকদের যোগ্যতা, দক্ষতা, আন্তরিকতা, স্কুলে ভর্তি, ঝড়ে পড়া, অভিভাবকদের মানসিকতা প্রভৃতি প্রতিফলিত হয় এ এসেসমেন্টে।

#

মাহবুবুর/পাশা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/১৭.৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৫৮৪

**ক্ষমতার জন্য বিশ্বের অন্য কোথাও জীবন্ত মানুষ পোড়ানো হয়নি**

 **---তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ ভাদ্র (১৯ আগস্ট):

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘রাজনৈতিক অভিলাষ চরিতার্থ করতে বা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য পৃথিবীর অন্য কোথাও জীবন্ত মানুষ পোড়ানো হয়নি।’

তিনি বলেন, ‘যেখানে জাতিগত সংঘাত হয়েছে সেখানে হতে পারে, কিন্তু রাজনীতির নামে অন্তত গত দু'তিন দশকে বিশ্বের কোথাও এমন ঘৃণ্য নজির নেই, যা ২০১৩-১৪-১৫ সালে বিএনপি-জামাত বাংলাদেশে ঘটিয়েছে।’

আজ রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ লাইন মিলনায়তনে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) আয়োজিত ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠানে’ প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ সব কথা বলেন।

সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘যদি কোনো রাজনৈতিক দল ইউরোপ-আমেরিকায় এই মানুষ পোড়ানোর ঘটনা ঘটাতো, সেই রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হতো। তবে কানাডার আদালত বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে রায় দিয়েছে পর পর পাঁচবার। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তারা 'টায়ার-ফোর' সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।’

সমসাময়িক রাজনীতি প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি অনেক আন্দোলনের চেষ্টা করেছে, ঢাকায় মহাসমাবেশও করেছে, আন্দোলনের বেলুনও ফুলেছে, কিন্তু সেই বেলুন এখন 'ফিউজ' হয়ে গেছে। বিদেশিদের কাছে অনেক ধরনা দিয়ে বাংলাদেশের ওপর একটি চাপ প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। সেই চাপ তৈরির অপচেষ্টাও এখন 'ডিফিউজড' হয়ে গেছে। পত্র-পত্রিকা পড়লে আপনারা অনুধাবন করতে পারেন যে, বিদেশি চাপ 'ডিফিউজড', আন্দোলনের বেলুন 'ফিউজড'। অর্থাৎ দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে কোনো লাভ হয়নি।’

এ সময় পুলিশ বাহিনীকে তাদের কাজের জন্য অভিনন্দন জানান হাছান মাহ্‌মুদ। মন্ত্রী বলেন, পুলিশ বাহিনী যেভাবে দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও উন্নয়ন অব্যাহত রাখার জন্য জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে এ জন্য তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। তিনি বলেন, ‘পুলিশ বাহিনী অবশ্যই আইন অনুযায়ী চলবে এবং বিধি অনুযায়ী চলতে গেলেই দেখা যাবে, কেউ রাজনীতির নামে মানুষ পোড়াতে পারে না।’

বঙ্গবন্ধু এবং সকল শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘তিতুমীর, ক্ষুদিরাম বসু, সূর্যসেন-প্রীতিলতা, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র দসু, তারা বাঙালির স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন, নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, কিন্তু স্বাধীনতা আসেনি। বাঙালি জাতির স্বাধীনতা এনেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সে জন্যই তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, আমাদের জাতির পিতা।’

ডিএমপি কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুকের সভাপতিত্বে পুলিশের মহাপরিদর্শক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক-প্রশাসন মোঃ কামরুল আহসান, অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক-এসবি মোঃ মনিরুল ইসলাম বিশেষ অতিথি এবং ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন মুখ্য আলোচক হিসেবে সভায় বক্তৃতা দেন।

সভার শুরুতে বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের সদস্যসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শহিদ সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এর আগে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে পুলিশ সদস্যদের স্বেচ্ছায় রক্তদান কমসূচি পরিদর্শন করেন তথ্যমন্ত্রী।

#

আকরাম/পাশা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৩/১৭৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৫৮৩

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৪ ভাদ্র (১৯ আগস্ট):

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক ৫৭ শতাংশ। এ সময় ৮৯৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৬ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১২ হাজার ৪৩৯ জন।

#

সুলতানা/পাশা/আব্বাস/২০২৩/১৬২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৫৮১

**নদী ভাঙনরোধে নির্মাণ কাজে কোন প্রকার অনিয়ম ও দুর্নীতি সহ্য করা হবে না**

 **-এনামুল হক শামীম**

শরীয়তপুর, ৪ ভাদ্র (১৯ আগস্ট):

পানিসম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম বলেছেন, সারাদেশের নদী ভাঙনরোধে দ্রুত কাজ করছে সরকার। সরকারের কার্যকর পদক্ষেপের কারণেই সারাদেশে নদী ভাঙন কমে এসেছে ফলে সুফল পেতে শুরু করেছে এ জনপদের মানুষ। যারা এক সময় দিনরাত ভাঙন আতঙ্কে থাকতো তারা এখন পর্যটন এলাকা হচ্ছে বলে গর্ববোধ করে। এটা সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আছে বলেই।

আজ শরীয়তপুরের সখিপুর উপজেলায় সোনার বাংলা এভিনিউয়ের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

উপমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পদ্মা সেতু হয়েছে। আর এ সেতু হওয়ায় শরীয়তপুরের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। ৪ বছর আগেও নড়িয়ায় নদী ভাঙন ছিল। হাজার হাজার মানুষ ভিটেমাটি হারা হয়েছে। তিনি বলেন, ভাঙন কবলিত নড়িয়ায় জয়বাংলা এভিনিউ হয়েছে এবং পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সখিপুরে সোনার বাংলা এভিনিউ ও জাজিরায় রুপসী বাংলা এভিনিউ হচ্ছে। তবে কাজের গুণগত মান ঠিক রেখে এসকল নির্মাণ কাজ যাতে সম্পূর্ণ হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কাজের ব্যাপারে কোনো প্রকার গাফিলতি, অনিয়ম ও দুর্নীতি সহ্য করা হবে না।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী শাহজাহান সিরাজ, ও প্রকল্প পরিচালক সৈয়দ সাহিদুল আলম।

#

গিয়াস/জুলফিকার/রবি/কলি/শামীম/২০২৩/১৫২০ ঘণ্টা